খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

এনডিডি (Neuro-Developmental Disabilities) ব্যতিত প্রতিবন্ধী শিশুর সমন্বিত/ বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৮

এনডিডি (Neuro-Developmental Disabilities) ব্যতিত প্রতিবন্ধী শিশুর সমন্বিত/ বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৮

পটভূমি

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯(১) ও (৩), ২৭, ২৮(১), (২), ও (৪) এবং ২৯(১) অনুযায়ী সরকার দেশের অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, এতিম, প্রতিবন্ধী এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করণার্থে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

অনগ্রসর অংশ হিসেবে সরকার স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যাযুক্ত প্রতিবন্ধী শিশু / ব্যক্তি অর্থাৎ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী বা এনডিডি ব্যক্তিসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়ন এবং সমাজের সকল স্তরে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের শিক্ষালাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ফলে অন্যান্যদের সাথে শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমসুযোগ ও অধিকার প্রদানে সরকার বদ্ধপরিকর। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা এবং সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে সরকার ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এবং এনডিডি ব্যক্তির জন্য নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন , ২০১৩ প্রণয়ন করেছে এবং এতদসংশ্লিষ্ট দুইটি বিধিমালাও প্রণয়ন করেছে। এ দুটি আইনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজের দক্ষতা অর্জন , যেমন-যোগাযোগ, নিজের যত্ন নেওয়া , সামাজিক দক্ষতা, নিজেকে পরিচালনা করা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে এনডিডিসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিভিন্ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তন্মধ্যে এনডিডি অর্থাৎ অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন্স সিনড্রোম ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তিসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর মুলধারার বিদ্যালয়সহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যার ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলায় প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করছে। প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা , ২০০৯ প্রণীত হলেও এনডিডি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমসমূহ (বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা) এর পরিচালনা, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি) পরিচালনার জন্য অদ্যাবধি কোন নীতিমালা না থাকায় এবং বিদ্যমান নীতিমালাটি বর্তমান প্রেক্ষাপটে পুরাতন, অপ্রচলিত ও অসম্পূর্ণ হওয়ায় প্রতিবন্ধিতার বিভিন্নতা বিবেচনায় পৃথক পৃথক দুটি নীতিমালা প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সরকারী ও বেসরকারী এনডিডি ব্যতিত সকল প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহ এবং নতুনভাবে আবেদনকৃত বা ভবিষ্যতে আবেদন করবে এরুপ এনডিডি ব্যতিত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সৃষ্টি, সুষ্ঠু পরিচালনা, জনবল ও বেতনকাঠামো নির্ধারণ, উপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, অনুদান প্রদান ও সুষ্ঠুভাবে বন্টনের বিষয়ে সরকার নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করলেনঃ-

এসডিজি ও রূপকল্প

এনডিডি ব্যতিত প্রতিবন্ধী শিশুর সমন্বিত/ বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৮

২. নীতিমালার প্রয়োগ

বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থোক বরাদ্দ মঞ্জুরীকৃত এনডিডি ব্যতীত প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহসহ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিবন্ধী শিশু/ ব্যক্তির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী অন্যান্য বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহ, যারা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছেন বা করবেন তাদের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, অনুদান প্রাপ্ত এনডিডি শিশুর জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ব্যতিত অন্যান্য সকল প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাসমূহের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, মূল্যায়ন, পরিদর্শন ও তদারকি এ নীতিমালা অনুযায়ী হবে।

২.১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত বিদ্যালয়সমূহের জন্য এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২.২. এ নীতিমালা জারীর ০৩(তিন) বছরের মধ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নীতিমালার আওতাভূক্ত বিদ্যালয়সমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, মূল্যায়ণ ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন সেল ফর স্পেশাল স্কুল (এমইসিএসএস) গঠন করবে।

২.৩. এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার দিন থেকে বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থোক বরাদ্দ মঞ্জুরীর আওতায় বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন ও প্রয়াশ কর্তৃক পরিচালিত প্রতিটি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্বতন্ত্র বিদ্যালয় হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিদ্যালয়ের সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ঐ স্কুলের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে। এ জাতীয় বিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট ফর দ্যা ইনটেলেকচুয়ালী ডিসএ্যাবল্ড (এনআইআইডি) রুপান্তরিত হয়ে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন সেল ফর স্পেশাল স্কুল (এমইসিএসএস) এ পরিণত হবে, যা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের অংগ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

এমইসিএসএস (এমইসিএসএস গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এনআইআইডি), বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন, প্রয়াস কর্তৃক পরিচালিত প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের ক্ষেত্রেও এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

২.৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিকটস্থ প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (Integrated Disability Service Center) হতে প্রয়োজনীয় থেরাপী সেবা গ্রহণ করবে।

৩. সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়-

(১) 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ।

(২) 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ধারা (৫), (৬), (৭), (৮), (১০) এবং (১১) এ বর্ণিত যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোন শিশু বা ব্যক্তি।

(৩) পেশাজীবী বলতে থেরাপিস্ট, কাউন্সেলর, মনোবিজ্ঞানী প্রভৃতি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক'কে বুঝাবে।

(৪) 'ফাউন্ডেশন' অর্থ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

(৫) 'প্রতিবন্ধী বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' অর্থ প্রতিবন্ধী (শারিরীক, শ্রবন ও বাক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ইত্যাদি সকল ধরনের) শিশু ও ব্যক্তির জন্য এককভাবে প্রতিষ্ঠিত অথবা সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম চলমান এরূপ মূলধারার বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, যার কার্যক্রমের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কারিগরী শিক্ষা, খেলাধূলা ও বিনোদন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবাসন এর ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৬) 'বেতন স্কেল' অর্থ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে অনুমোদিত বেতন স্কেল।

(৭) স্বীকৃতি ও বেতন-ভাতা প্রদানের অনুমোদনকারী কমিটিঃ স্বীকৃতি ও বেতন-ভাতা প্রাপ্তির আবেদনপত্র/ বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ প্রাপ্ত সকল তথ্য যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুচ্ছেদ ২০ এ বর্ণিত কমিটিকে বোঝাবে।

(৮) 'ব্যবস্থাপনা কমিটি' অর্থ এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী গঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটি।

(৯) 'ব্যবস্থাপনা পরিচালক' অর্থ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(১০) 'নিবন্ধন' অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ''স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি ১৯৬২'' এর আওতায় নিবন্ধন।

(১১) 'স্বীকৃতি' অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে প্রদত্ত স্বীকৃতি।

(১২) বেতনভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

এ নীতিমালার আওতায় স্বীকৃত এবং সরকারী এমপিওভুক্ত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বেতনভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হবে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন।

৪. নিয়োগ, যোগ্যতা ও জনবল কাঠামো:

ক) এ নীতিমালার আওতায় স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক বেসরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের সকল পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অবশ্যই নীতিমালায় উল্লেখিত নির্ধারিত জনবল কাঠামো, যোগ্যতা এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগ বিধি ও পদ্ধতি মোতাবেক নিয়োগ প্রাপ্ত হতে হবে (তফসিল-ক ও খ)।

খ) ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা: স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য এবং বেতন-ভাতার জন্য আবেদনকারী প্রত্যেক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কমপক্ষে ১০০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী থাকতে হবে। তবে, কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হাওর-বাওড়, চরাঞ্চল, পশ্চাৎপদ এবং দুর্গম এলাকা ও পার্বত্য জেলাসমূহের জন্য বিদ্যালয়ের ন্যুনতম শিক্ষার্থী সংখ্যা সরকারের অনুমোদনক্রমে শিথিলযোগ্য।

গ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত: এ নীতিমালার আওতায় স্বীকৃতি প্রাপ্তির জন্য প্রতিটি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১:১০।

ঘ) পেশাজীবী - শিক্ষার্থীর অনুপাত: প্রতিটি একক বিদ্যালয়ের জন্য অনুপাত হবে ১:২০।

ঙ) শিক্ষা সহায়ক (আয়া) শিক্ষার্থীর অনুপাত: শ্রবন ও বাক এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য শ্রেণীকক্ষ সাহায্যকারীর অনুপাত হবে ১:১০।

চ) গাড়ি/ভ্যান চালক: ১ জন (গাড়ির ক্ষেত্রে প্রতি ৫০ জন অনাবাসি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য) অথবা
১ জন (ভ্যান এর ক্ষেত্রে প্রতি ২৫ জন অনাবাসি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য)

ছ) প্রহরী: ১ জন

৫) **শিক্ষক, পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে:**

৫.ক. প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত সমন্বিত/বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৮ মোতাবেক নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করবে।

৫.খ. সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন সপরিচালিত জাতীয় বেতনস্কেল প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যথানিয়মে সরকারের বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হবেন।

৬. বেতন স্কেল:

৬.১. বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মকৃত্তির (Performance) (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ণ অনুযায়ী) সাথে বেতন ভাতাদি প্রদান সম্পর্কিত হতে হবে। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিশিষ্ট-ক মোতাবেক বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। এছাড়াও, সরকার তথা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় সময়ে জারীকৃত/ অনুমোদিত বেতনকাঠামো প্রযোজ্য হবে।

৬.২. সরকারি বেতনভাতা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরম (ফরম -১) এ আবেদন করতে হবে।

৬.৩. সময় সময় সরকার প্রদত্ত অন্য কোন নির্দেশনা থাকলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও এমপিওভুক্ত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহকে তা পালন করতে হবে।

৬.৪ বেসরকারি প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/সংস্থার শিক্ষক, পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ বেতন ব্যতীত বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা (বোনাস), অবসর কালীন পেনশন, গ্রাচুইটি, বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) এবং অন্যান্য ভাতাদি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনামতে প্রাপ্য হবেন।

৭. **শিক্ষাক্রম ও সহপাঠ কার্যক্রমঃ**

শিক্ষাদানের প্রধান শর্তই হচ্ছে উপযোগী পরিবেশ, অবকাঠামো, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি, উপকরণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রভৃতি, যা প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান/সংস্থার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য এরুপ শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা প্রতিপালনসহ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সকল প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা নিম্নরূপ সুবিধাদি নিশ্চিত করবেঃ

৭.১. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য বিদ্যালয়, শ্রেণী বা প্রশিক্ষণ কক্ষ হবে প্রবেশযোগ্য এবং সুগঠিত, আসবাবপত্র হবে সুবিন্যস্ত। শিক্ষার্থীর চাহিদা ও প্রয়োজনানুযায়ী অডিওলজিক্যাল পরীক্ষা, হেয়ারিং এইড এর ব্যবস্থাসহ ফিজিওথেরাপি, স্পীচ থেরাপি, অকুপেশনাল থেরাপি, বিহেভিওরাল থেরাপি সহায়ক উপকরণ এবং কাউন্সেলিং ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা থাকবে।

৭.২. প্রতিটি বিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাথরুম বা টয়লেট হবে প্রতিবন্ধীবান্ধব এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন।

৭.৩. শিক্ষার্থীর নিজস্ব যত্ন ও পরিচর্যা, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সাথে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা বা বৃত্তি নির্বাচনের জন্য উপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৪. শিক্ষক ও প্রশিক্ষক পাঠদান করবেন সহজভাবে, যথাযথ পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে বাস্তব ও বিজ্ঞনভিত্তিক আধুনিক জিনিসপত্র সহযোগে যেমন: প্রযোজ্যতা অনুযায়ী ব্রেইল পদ্ধতির পাঠদান উপকরণ, এবাকাস ও ট্রেইলর ফ্রেম, টকিং বুক, হুইল চেয়ার, লো ভিশন গ্লাস, পেন্সিল গ্রীপস, বুক হোল্ডার, রিডিং স্ট্যান্ড, সাইন ল্যাংগুয়েজ উপকরণ, সাদা ছড়ি, হেয়ারিং এইড, ক্রাচ, গ্লোব, ম্যাপ, ফ্লাশ কার্ড, টকিং ক্যালকুলেটর, স্ক্রীন রিডার্সসহ তথ্য প্রযুক্তি সহায়ক শিক্ষা উপকরণ, ছবির বই, পুতি, ডিসপ্লে বোর্ড, পাপেট, কাঠি, ব্লক, পাজেল, ফ্লোরম্যাট ইত্যাদি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপযোগী শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি।

৭.৫. প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা বা বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে এরূপ মূলধারার বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতিবন্ধিতার ধরণ, সক্ষমতা ও বয়স অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ১৫ বছরের অধিক বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরী শিক্ষার পাশাপাশি পুনর্বাসনে সহায়তা করবে। গুরুতর শারিরীক প্রতিবন্ধী শিশুর ক্ষেত্রে পুনর্বাসনের সুযোগ থাকতে হবে।

৭.৬. প্রতিটি বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থায় সহজ, উপযোগী এবং বাস্তব ভিত্তিক শিক্ষা উপকরণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় থেরাপি সংশ্লিষ্ট সরঞ্জামাদির (ইকুইপমেন্টস) ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭.৭. বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার শিক্ষা, থেরাপি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক মূল্যায়ন, Individual Education Plan (IEP) তৈরি এবং কর্মসংস্থানসহ সকল বিষয়ে পিতা-মাতা, যত্নকারী বা পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

৭.৮. জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবন্ধী বিষয়ক পাঠক্রম এবং পাঠ্যক্রম প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র অথবা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠক্রম ও পাঠ্যক্রম সমভাবে প্রযোজ্য হবে। বিশেষ পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবেঃ

৭.৮(ক). প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বিষয়, উপযোগী পাঠ্যসূচি, বই, শিক্ষা উপকরণ, সহায়ক উপকরণসহ (Assistive Device) চাহিদাভিত্তিক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রভৃতি।

৭.৮(খ). প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রম অনুসরণ করবে। তবে, নিবিড় পরিচর্যা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র অথবা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যক্রম প্রযোজ্য হবে।

৭.৯. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের জন্য বাস্তবভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। উক্ত পরিকল্পনায় যোগাযোগ (Communication), চলাচল (Mobility), সামাজিকতা, ইন্দ্রিয়, সৃজনশীল ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজের দক্ষতা (ADL) অর্জনের প্রশিক্ষণের বিষয় অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে। এর পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা সফরের ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

৭.১০. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্রমে যোগাযোগ, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজ নিজে পরিচালনা, সামাজিকতা, লেখাপড়া, খেলাধুলা, স্কাউট, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড (গান, নাচ, আবৃত্তি, অভিনয়, মুকাভিনয় প্রভৃতি), ছবি আঁকা, কম্পিউটার ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রভৃতি শিক্ষা-সহায়ক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রয়োজন অনুযায়ী এ কার্যক্রমসমূহ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী হতে পারে।

৮.১. শ্রবন ও বাক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের কার্যক্রমসমূহ:

৮.১.১. ৫ বছর এর কম বয়সী শিক্ষার্থীর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থাসহ ভাষার বিকাশের জন্য উক্ত কার্যক্রমে স্পীচ থেরাপি বাধ্যতামূলক থাকবে।

৮.১.২. ৬ বছর এবং তদুর্ধ্ব বয়সী শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শ্রবণ যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাসহ (Auditory - Oral Teaching Method), ইশারা ভাষা (Sign Language) প্রয়োগ এবং সমন্বিত শিক্ষাদান পদ্ধতি (Total Communication) ব্যবহার করে এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বোর্ডের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবই অনুসরণ করে শিক্ষাদান করতে হবে।

৮.১.৩. বিদ্যালয়ে ৬-১৮ বছর বয়সীদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজকর্ম (ADL-Activities of Daily Living) নিজে নিজে করার দক্ষতা অর্জন বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

৮.১.৪. শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়ন পর্যালোচনার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমে পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে এবং ন্যূনতম প্রতি তিন মাসে একটি শিক্ষক/ অভিভাবক সভার আয়োজন করতে হবে।

৮.১.৫. শ্রবন ও বাক প্রতিবন্ধী শিশুর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বা বৃত্তি নির্বাচনের জন্য শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও চাহিদার ভিত্তিতে অংকন, খেলাধুলা, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেমনঃ কুটির শিল্প (সেলাই, সূচিকর্ম, ব্লক বাটিক, বই বাঁধাই, ঠোঙা বানানো, মোম বানানো, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি), বেকারী প্রশিক্ষণ, বাগান করা, গৃহস্থালি কাজ, হাট-বাজার প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

এছাড়াও, কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার চাহিদা মোতাবেক (ফটোকপি মেশিন ও লিফট চালানো, অফিস সহকারী/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মী প্রভৃতি) শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকতে হবে।

৮.১.৬. ৭.৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট বিশেষ উপকরণ ব্যবহারপূর্বক সহজকৃত পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদান করতে হবে।

৮.১.৭. শ্রবন ও বাক প্রতিবন্ধী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য Individual Education Plan (IEP) প্রাথমিক মূল্যায়ণ (Primary Assessment), ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক শিক্ষা মূল্যায়ণ প্রতিবেদন (Annual Education Report) অবশ্যই থাকতে হবে, যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অভিভাবক বরাবর ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে দাখিল করতে হবে।

৮.১.৮. শিশুদের নিজ যত্ন, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সাথে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা/বৃত্তি নির্বাচনের জন্য শ্রবন ও বাক প্রতিবন্ধী শিশু উপযোগী প্রাক-বৃত্তি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের কার্যক্রমসমূহঃ

৮.২.১. শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী (প্রাথমিক শিক্ষা) মোতাবেক ৬ বছর মেয়াদী (প্রি-১-৫ম শ্রেণি) পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম কার্যক্রম চালু থাকতে হবে।

৮.২.২. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিক্ষাদানে Talk and touch পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য ব্রেইল পদ্ধতি এবং গণিতের জন্য এ্যাবাকাস ও ট্রেইলর ফ্রেম ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা যাতে শিখতে পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮.২.৩. অডিও ক্যাসেট ও বিশেষ করে বিজ্ঞান ও ভূগোলের ক্ষেত্রে রেইস ডায়াগ্রাম ব্যবহারের সুযোগ থাকতে হবে। এছাড়াও, ৭.৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশেষ উপকরণ ব্যবহারপূর্বক সহজকৃত পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদান করতে হবে।

৮.২.৪. স্বল্প মাত্রার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বড় ছাপার বই এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.২.৫. শিশুর বিকাশমূলক কার্যক্রমে নিবিড় পরিচর্যা এবং বিদ্যালয় প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অভিভাবকদের যত্ন ও পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থাকবে।

৮.২.৬. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা চলাচল এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজকর্ম (ADL-Activities of Daily Living) যাতে নির্বিঘ্নে করতে পারে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮.২.৭. শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়ন পর্যালোচনার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমে পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে এবং ন্যূনতম প্রতি তিন মাসে একটি শিক্ষক/ অভিভাবক সভার আয়োজন করতে হবে।

৮.২.৮. দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বা বৃত্তি নির্বাচনের জন্য শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও চাহিদার ভিত্তিতে সংগীত, নৃত্য, খেলাধুলা, প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেমনঃ কুটির শিল্প (বই বাঁধাই, ঠোঙা বানানো, মোম বানানো, হাঁস-মুরগি পালন), বেকারী প্রশিক্ষণ, বাগান করা, গৃহস্থালি কাজ, হাট-বাজার প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এছাড়াও, কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার চাহিদা মোতাবেক (ফটোকপি মেশিন ও লিফট চালানো, অফিস সহকারী/পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মী প্রভৃতি) শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ থাকতে হবে।

৮.২.৯. শিশুদের নিজ যত্ন, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সাথে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা/বৃত্তি নির্বাচনের জন্য দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশু উপযোগী প্রাক-বৃত্তি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮.৩. শারিরীক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের কার্যক্রমসমূহঃ

৮.৩.১. দৈনন্দিন জীবন দক্ষতা (ADL-Activities of Daily Living) অর্জনের জন্য ২-৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্য নিবিড় পরিচর্যামূলক এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী থাকতে হবে। উক্ত শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিক ফিজিওথেরাপি, স্পীচথেরাপি ও অকুপেশনাল থেরাপির ব্যবস্থাসহ সহায়ক উপকরণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৮.৩.২. ৬-১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিবন্ধিতার মাত্রা অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানসহ শিক্ষার্থীদের মূলধারা বিদ্যালয়ের যে কোন শ্রেণিতে ভর্তি উপযোগী করে তৈরি করতে হবে।

৮.৩.৩. প্রত্যেক শারিরীক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য Individual Education Plan (IEP) প্রাথমিক মূল্যায়ণ (Primary Assessment), ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক শিক্ষা মূল্যায়ণ প্রতিবেদন (Annual Education Report) অবশ্যই থাকতে হবে, যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অভিভাবক বরাবর ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে দাখিল করতে হবে।

৮.৩.৪. শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা ও বৃত্তি নির্বাচনের জন্য শিক্ষার্থীর আগ্রহ, শারীরিক অবস্থা ও চাহিদার ভিত্তিতে প্রাক- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সংগীত, অংকন, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, খেলাধুলা প্রভৃতির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সেলাই, কুটির শিল্প, বই বাঁধাই, ব্লক-বাটিক, গৃহস্থালি কাজ, হাট-বাজার প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮.৩.৫. ৭.৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট বিশেষ উপকরণ ব্যবহারপূর্বক সহজকৃত পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদান করতে হবে।

৮.৩.৬. শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়ন পর্যালোচনার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমে পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে এবং ন্যূনতম প্রতি তিন মাসে একটি শিক্ষক/ অভিভাবক সভার আয়োজন করতে হবে।

৮.৩.৭. শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পিতা-মাতা/ অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৮.৪. মানসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের কার্যক্রমসমূহঃ

৮.৪.১. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য Individual Education Plan (IEP) প্রাথমিক মূল্যায়ণ (Primary Assessment) এবং বাৎসরিক শিক্ষা মূল্যায়ণ প্রতিবেদন (Annual Education Report) অবশ্যই থাকতে হবে।

৮.৪.২. শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিবন্ধিতার মাত্রা অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানসহ শিক্ষার্থীদের মূলধারা বিদ্যালয়ের যে কোন শ্রেণিতে ভর্তি উপযোগী করে তৈরি করতে হবে।

৮.৪.৩ প্রত্যেক মানসিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য প্রাথমিক মূল্যায়ণ (Primary Assessment), ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক শিক্ষা মূল্যায়ণ প্রতিবেদন (Annual Education Report) অবশ্যই থাকতে হবে, যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট অভিভাবক বরাবর ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে দাখিল করতে হবে।

৮.৪.৪. শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনা ও বৃত্তি নির্বাচনের জন্য শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মানসিক অবস্থা ও চাহিদার ভিত্তিতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সংগীত, অংকন, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, খেলাধুলা প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮.৪.৫. ৭.৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট বিশেষ উপকরণ ব্যবহারপূর্বক সহজকৃত পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে পাঠদান করতে হবে।

৮.৪.৬. শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়ন পর্যালোচনার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রমে পিতা-মাতা ও পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে হবে এবং ন্যূনতম প্রতি তিন মাসে একটি শিক্ষক/ অভিভাবক সভার আয়োজন করতে হবে।

৮.৪.৭. যে সব শিশুর লিখতে (Specific Writing Disabilities) সমস্যা আছে, সেইসব শিশুর ক্ষেত্রে শিক্ষকের সরাসরি তত্তাবধানে বানান ও বাক্য লেখার অনুশীলন করাতে হবে।

৯. বিদ্যালয় পরীক্ষার ফলাফল:

৯.১. প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহকে নিম্নোক্ত ন্যূনতম ফলাফল অর্জন করতে হবে:

৯.১.১. অভিভাবক মূল্যায়ণে (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ণ পত্র অনুযায়ী) প্রাপ্ত গড় নম্বর, ব্যবস্থাপনা কমিটির মূল্যায়ণ (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ণ পত্র অনুযায়ী) এবং সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্যান্য পরিদর্শন মূল্যায়ণে (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যায়ণ পত্র অনুযায়ী) পৃথক পৃথকভাবে কমপক্ষে ৬০ নম্বর অর্জন করতে হবে।

৯.১.২. বেতনভাতা প্রাপ্তির আবেদনকারী বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি প্রাপ্তির পরবর্তী ২(দুই) বছরের মধ্যে উপরে বর্ণিত ফলাফলসমূহ অর্জন করতে হবে এবং উক্ত ফলাফল সংরক্ষণ করতে হবে। স্বীকৃতি প্রাপ্ত এবং এমপিও ভুক্ত বিদ্যমান বিদ্যালয়ের জন্য প্রতি বছর সরকারী বেতনভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ৯.১.১ অনুচ্ছেদের শর্ত প্রতিপালন করতে হবে।

১০. হিসাব সংরক্ষণ ও আয়-ব্যয় নিরীক্ষা:

ক) ১৯৬১ সনের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স এর অধীনে প্রণীত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৬২ এর ৯ বিধি অনুসরণে প্রতি বছর সরকারী বেতন ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অথবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্তৃপক্ষ যেমন, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বরাবর আয়-ব্যয় হিসাব এবং বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে, যা উক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ). এই নীতিমালার আলোকে বেসরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি সংক্রান্ত সকল আর্থিক বিল বিদ্যালয়ের পরিচালনা পরিষদ এর সভাপতি এবং সদস্য সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করতে হবে।

১১. ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৩(তিন) বৎসর মেয়াদ কালের জন্য নিম্নবর্ণিত ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে এবং এই কমিটির উপর বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে।

(ক) জেলা পর্যায়ে স্থাপিত বিদ্যালয়ের জন্য

(১)	জেলা প্রশাসক অথবা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি (অতি: জেলা প্রশাসক এর নিম্নে নয়	-	সভাপতি
(২)	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	-	সদস্য
(৩)	জেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
(৪)	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট এনজিও'র প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
(৬)	দাতা বা তার প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৭)	প্রতিষ্ঠাতা বা তার প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৮)	প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	-	সদস্য
(৯)	শিক্ষকদের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১০)	প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবকদের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
(১১)	প্রধান শিক্ষক	-	সদস্য-সচিব

(খ) উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত বিদ্যালয়ের জন্য

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার অথবা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সভাপতি
(২)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	-	সদস্য
(৩)	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
(৪)	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
(৫)	সংশ্লিষ্ট এনজিও'র প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	সদস্য
(৬)	দাতা বা তার প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৭)	প্রতিষ্ঠাতা বা তার প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৮)	প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	-	সদস্য
(৯)	শিক্ষকদের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১০)	প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবকদের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১১)	প্রধান শিক্ষক	-	সদস্য-সচিব

(গ) সেনানিবাস এলাকায় অবস্থিত বিদ্যালয়ের জন্য :

(১)	ব্রিগেড কমান্ডার/স্টেশন কমান্ডার	-	সভাপতি
(২)	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৩)	উপপরিচালক জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	-	সদস্য
(৪)	জেলা শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
(৫)	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	-	সদস্য
(৬)	দাতা বা তার প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৭)	প্রতিষ্ঠাতা বা তার প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৮)	প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	-	সদস্য
(৯)	শিক্ষকদের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১০)	প্রতিবন্ধী শিশুদের অভিভাবকদের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১১)	প্রধান শিক্ষক	-	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি:

ক) জেলায়/ উপজেলায়/ সেনানিবাস এলাকায় অবস্থিত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের সার্বিক ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

খ) প্রতিবন্ধী শিশুর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়/ সমন্বিত শিক্ষা কার্ক্রম চালু রয়েছে এমন মূলধারার বিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা;

গ) প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সুনিশ্চিত করা;

ঘ) কোন শিক্ষার্থীর সাথে অবহেলা (Negligence) বা অমর্যাদাপূর্ণ (Abusive) আচরণ করা হলে দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধিমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে মূলধারার শিক্ষার্থী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মাঝে পারস্পরিক সম্মানজনক সহ-অবস্থান নিশ্চিত করা;

১২. নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, নিবন্ধন ও স্বীকৃতিঃ

১২.১. প্রাপ্যতাঃ কোন এলাকায় প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে ঐ এলাকায় প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি মোতাবেক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের প্রাপ্যতা যাচাইঅন্তে সরকার বিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করবে।

১২.২. জমিঃ বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের মালিকানায় রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে নিম্নরূপ জমি থাকতে হবে।

১২.২.১. সিটিকর্পোরেশন এলাকায় ন্যুনতম ৬(ছয়) শতক জমি/৫০০০ (পাঁচ হাজার) বর্গফুটের ফ্ল্যাট;

১২.২.২. জেলা সদরের জন্য ন্যুনতম ২০ শতক, উপজেলার জন্য ন্যুনতম ২৫ শতক জমি।

১২.৩. ব্যক্তির নামে নামকরণ: কোন ব্যক্তির নামে বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে এককালীন ১০(দশ) লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে।

১২.৪. দাতা সদস্য হতে হলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাবে নামে এককালীন ২(দুই) লক্ষ টাকা প্রদান করতে হবে।

১২.৫. সরকারি বেতনভাতা প্রাপ্ত বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের যাদের নিজস্ব জমি নেই তাদেরকে নীতিমালা জারীর পরবর্তি ০২(দুই) বছরের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত কবলা দলিল মূলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের নামে জমি/ভবনের মালিকানা অর্জন করতে হবে।

১২.৬. সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা, নিদের্শনা এবং শর্তসমূহ পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা স্থাপন ও চালু করার জন্য ''স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি ১৯৬২'' এর নির্ধারিত ফরমে সমাজসেবা অধিদপ্তর/ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বরাবর আবেদন করতে হবে।

১২.৭. সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন প্রাপ্ত প্রতিটি সংস্থা একটির বেশি বিদ্যালয় স্থাপন/পরিচালনা করতে পারবে না।

১২.৮. দুইটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় শুধুমাত্র ১টি প্রতিষ্ঠান হতে বেতনভাতা প্রাপ্য হবে। এক্ষেত্রে অপর প্রতিষ্ঠান হতে এতদসংশ্লিষ্ট প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

১২.৯. শুধুমাত্র স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে সরকারী অনুদান দেয়া হয়ে থাকে বিধায় নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী/অস্থায়ী নিবন্ধন প্রাপ্ত বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে অনুদান প্রদান করা হবে না।

১২.১০. বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত যে সমস্ত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় ইতোমধ্যে চালু রয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিকে নীতিমালা জারীর ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে পৃথকভাবে নিজস্ব উদ্যোগে নীতিমালায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং সরকারি স্বীকৃতি গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় প্রদত্ত সরকারি অনুদান/বেতন-ভাতা স্থগিত থাকবে।

১২.১১. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়/ প্রতিবন্ধী বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে এরূপ মূলধারার বিদ্যালয় এর জনবল কাঠামো ও ন্যূনতম যোগ্যতা এই নীতিমালার তফসিল 'খ' অনুযায়ী হতে হবে।

১২.১২. যদি কোন বিদ্যালয় এই নীতিমালায় উল্লেখিত জনবলের অতিরিক্ত জনবল বা শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করতে বা কর্মরত রাখতে চান তবে নির্ধারিত জনবলের অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে।

১২.১৩. কোন অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন বিদ্যালয়ে নিয়োগ লাভ করলে তাঁর পেনশন বাবদ অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ বেতন ভাতার সরকারি অংশ হিসেবে পাবে।

১২.১৪. কোন পদে কর্মরত কোন শিক্ষক/কর্মচারী তাঁদের প্রশিক্ষণ/উচ্চতর ডিগ্রী/অভিজ্ঞতার জন্য উচ্চতর স্কেল বা বর্ধিত বেতন পাওয়ার যোগ্য হলে যোগ্যতা অর্জনের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের তারিখ হতে তাঁর বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্য হবেন।

১২.১৫. বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী শিক্ষক/কর্মচারী এক সাথে একাধিক চাকুরীতে ও অর্থকরী পেশায় নিয়োজিত থাকতে পারবেন না। প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিষয়ে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে-

- প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে নিয়োগের পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষককে অবশ্যই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিবন্ধী বিষয়ে ট্রেনিং প্রাপ্ত হতে হবে।
- শিক্ষকের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি Extra curriculam activity জানা থাকলে প্রাধান্য দেয়া হবে।

১৩. জনবল কাঠামো ও নিয়োগ যোগ্যতা:

১৩.১. জনবল কাঠামোর শর্তসমূহ:

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার জন্য আগ্রহী, কর্মঠ এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল নিয়োগ দিতে হবে। জনবল নিয়োগের শর্তসমূহ হবে নিম্নরূপঃ

১৩.১.১. মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন সেল ফর স্পেশাল স্কুল (এমইসিএসএস) এর জন্য জনবল তফসিল 'ক' অনুযায়ী হবে।

১৩.১.২. প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এর জনবল কাঠামো ও ন্যূনতম যোগ্যতা এই নীতিমালার তফসিল 'খ' অনুযায়ী হতে হবে।

১৩.১.৩. ন্যূনতম ১টি জাতীয় ও ১টি স্থানীয় পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগ ও চাকুরী বিধি অনুযায়ী এই নীতিমালার আওতায় গঠিত নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

১৪. পদ সমন্বিতকরণঃ

১৪.১.নতুন জনবল ও বেতন কাঠামো জারীর পর এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট গ্রুপ ও পদবীর বিপরীতে নিয়োজিত শিক্ষক কর্মচারীদের পদায়ন করতে হবে।

১৪.২. নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রাপ্যতা নির্ধারণের পর এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারী সংখ্যা যদি প্রাপ্যতার অতিরিক্ত হয়, তবে অতিরিক্ত পদসমূহ উদ্বৃত্ত পদ বলে পরিগণিত হবে। এ ধরণের উদ্বৃত্ত পদে নিয়োজিত শিক্ষক/কর্মচারীর পদ শূন্য হলে নতুনভাবে এ পদে আর লোক নিয়োগ করা যাবে না।

১৪.৩. নতুন জনবল কাঠামো অনুযায়ী পদায়নের পর শূন্য পদ থাকলে তাতে নতুন নিয়োগের জন্য চাকুরী বিধি এবং বিদ্যমান অন্যান্য বিধি বিধান ও নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

১৫. শিক্ষা দানের সময় নির্ধারণঃ

১৫.১. প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থাগুলোতে সপ্তাহে অন্যূন ৩০ ঘন্টা সময় পর্যন্ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে।

১৫.২. শিক্ষকদের অবশ্যই ১টি বিষয়ে মৌলিক দক্ষতা থাকতে হবে, যাতে এ নীতিমালার ৮.(৮.১.-৮.৪) অনুচ্ছেদে বর্ণিত পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম কার্যক্রম সূচারুরূপে সম্পাদন করতে পারে যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হবে।

১৫.৩. প্রতিটি শিক্ষককে অবশ্যই নির্ধারিত অনুসরণীয় সহপাঠক্রমিক বিষয়ের ন্যূনতম ২টি বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১৬. শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ:

১৬.১. বিবেচ্য বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার শিক্ষক, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদওয়ারী শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বেতনক্রম এ নীতিমালার আলোকে নির্ধারণ করতে হবে।

১৬.২. শিক্ষক, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা তাঁদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্তির জন্য সরকার কর্তৃক বেতন-ভাতা প্রদানের আদেশ জারীর তারিখ হতে গণনা করা হবে।

১৬.৩. বর্তমানে নিয়োজিত এবং বেতন ভাতাদির সরকারী অংশ প্রাপ্ত কোন শিক্ষক/কর্মচারী উল্লেখিত পদের বিপরীতে বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন না হলে বর্তমান নীতিমালায় উল্লেখিত বেতন স্কেল প্রাপ্য হবেন না। তাঁদের একধাপ নীচে বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে। এই আদেশ জারীর ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে তাঁদের সংশ্লিষ্ট পদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হলে তার বেতনভাতা স্থগিত থাকবে। পরবর্তী সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছরের মধ্যে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হলে, অযোগ্য হিসেবে তিনি চাকরীচ্যুত হবেন।

১৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন:

বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত অবস্থায় প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুমতিক্রমে কোন শিক্ষক/কর্মচারী অন্য কোন প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমপদে বা উর্ধ্বতন পদে নিয়োগের জন্য আবেদন করলে তাঁকে বিভাগীয় প্রার্থীরূপে গণ্য করা হবে। এইরূপ প্রার্থী যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হবেন সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেতন ভাতাদির সরকারী অংশ প্রাপ্য হলে পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র গ্রহণ/ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে অনুমোদন গ্রহণ এবং অন্যান্য যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে তিনি সমহারে/নির্ধারিত হারে নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ হতে বেতন-ভাতাদির সরকারী অংশ প্রাপ্য হবেন।

১৮. বেতন ভাতাদির সরকারী অংশ ছাড়করণ পদ্ধতি:

১৮.১. শতভাগ বেতন ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/মূলধারার বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অংশের বেতন ভাতাদি প্রদান করা হবে।

১৮.২. শতভাগ বেতন ভাতা প্রাপ্তির জন্য ফরম-১ (সংযোজিত নির্ধারিত ফরম) এ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও তথ্যাদিসহ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করতে হবে।

১৮.৩. আবেদনপত্র ব্যবস্থাপনা কমিটির রেজুলিউশন/নিশ্চয়তাপত্রসহ প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষান্তে সুপারিশসহ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন অনুমোদন এর জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে।

১৮.৪. শতভাগ বেতন-ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষকের নিজস্ব একাউন্টে বেতন-ভাতা বা অনুদান এর অর্থ প্রদান করবে।

১৮.৫. বেতন ভাতাদির সরকারী অংশ বন্টনে অব্যবস্থাপনা/অনিয়মের জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে।

১৮.৬. বিদ্যালয়ের অন্যান্য সার্বিক আর্থিক অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটি ও প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন।

১৯. প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/মূলধারার বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রাপ্তির আবেদন:

এ নীতিমালা জারীর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তিতে নতুনভাবে সৃষ্ট প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/মূলধারার বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি প্রাপ্তি/ বেতনভাতা প্রাপ্তির আবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বরাবর করতে হবে। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আবেদনকৃত বিদ্যালয়ের তথ্যাদি যাচাই বাছাই ও সংশ্লিষ্ট জেলা/ উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সরে জমিনে তদন্তপূর্বক

প্রতিবেদন সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। অত:পর মন্ত্রণালয় এতদসংশ্লিষ্ট স্বীকৃতি ও বেতন-ভাতা প্রদানকারী কমিটির মাধ্যমে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

২০. স্বীকৃতি ও বেতন-ভাতা প্রদানকারী কমিটি নিম্নরূপ:

১.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধীতা), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
২.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	-	সদস্য
৩.	যুগ্মসচিব (বাজেট ও আইসিটি), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা	-	সদস্য
৪.	পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা	-	সদস্য
৫.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭.	পরিচালক (পরিকল্পনা), জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, মিরপুর, ঢাকা	-	সদস্য
৮.	কর্মসূচি পরিচালক, প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি, সমাজসেবা ভবন, ঢাকা	-	সদস্য
৯.	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা	-	সদস্য-সচিব

২০.১. কমিটির কার্যপরিধি:

ক) এ কমিটি সরকারের বিদ্যমান নীতিমালা, নির্দেশনা, বাজেট বরাদ্দ ও বিধি বিধানের আলোকে নতুন বিদ্যালয়/মূলধারার বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট শিক্ষাদান কার্যক্রম এর স্বীকৃতি প্রদানের সুপারিশ, বেতন ভাতাদি প্রদান, বেতন ভাতাদি সাময়িকভাবে স্থগিত, কর্তন ও বাতিলকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে;

খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকার প্রদত্ত নতুন কোন নির্দেশনা থাকলে কমিটি সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২১. বেতন ভাতার সরকারি অংশ সাময়িকভাবে বন্ধ, কর্তন ও বাতিলকরণঃ

২১.১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা শতভাগ বেতন-ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত কারণে কোন বেসরকারী প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান এর শিক্ষক, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশের বরাদ্দ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ, আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্তন কিংবা বাতিল করতে পারবেন:

(ক) এই নীতিমালায় বর্ণিত আবশ্যকীয় শর্ত পূরণ না করলে;

(খ) মিথ্যা তথ্য প্রদান, ভুয়া শিক্ষক নিয়োগ, ভুয়া শিক্ষার্থী, ভুয়া শাখা প্রদর্শন, শিক্ষার্থীর ভুয়া মূল্যায়ণ (Assessment), পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন, শিক্ষার্থীর ভুয়া ফলাফল (Result) তৈরি করলে;

(গ) আপীল কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করলে;

(ঘ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বা শতভাগ বেতন-ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন বা অন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিরীক্ষা ও তদন্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত অনিয়মের কারণে;

২১.২. অনুচ্ছেদ ২১.১ এ বর্ণিত ক্ষেত্র বিবেচনায় সরকারী নির্দেশনামতে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক শিক্ষক, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতনভাতা কর্তন, সাময়িকভাবে স্থগিত বা সম্পূর্ণ বন্ধ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্বীকৃতি সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করতে পারবেন।

২১.৩. বন্ধ করা বেতনভাতার সরকারী অংশের কোন বকেয়া প্রদান করা হবে না।

২১.৪. কোন শারিরীক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা বা মূলধারার সংশ্লিষ্ট শাখাকে অনুচ্ছেদ ২১.২ এর আওতায় সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হলে সেই প্রতিষ্ঠান/ শাখার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পুনরায় বেতনভাতার সরকারী অংশ বরাদ্দ করা হবে না এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য প্রদানের কারণে বিধিমতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হবে।

২১.৫. অনুচ্ছেদ ১০ এর আওতায় গৃহীত নিরীক্ষা কার্যক্রম ও তদন্ত প্রতিবেদনে কোন অনিয়ম ও ত্রুটি থাকলে তা দূরীকরণে এবং আরোপিত শর্তসমূহ (যদি থাকে) পূরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা, শিক্ষক, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে তিন মাসের সময় প্রদান করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শর্তসমূহ প্রতিপালন ও প্রাপ্ত ত্রুটিসমূহ দূরীকরণের ব্যর্থতায় দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধিমতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২২. শৃংখলাঃ

২২.১. পেশাগত অসদাচরণ বলতে বুঝাবে:

(ক) কর্মস্থল ও শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনকালে সময়ানুবর্তিতার অভাব;
(খ) বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি;
(গ) ছুটিতে গিয়ে অননুমোদিত ভাবে অতিরিক্ত ছুটি ভোগ করা;
(ঘ) এতদ উদ্দেশ্যে প্রণীত সরকারি আদেশ/প্রজ্ঞাপন/বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
(ঙ) ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে এমন কোন কাজ করা যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষক, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা শিক্ষার্থীদের যথাযথ কর্ম সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে
(চ) শিক্ষক, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বা নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়া;
(ছ) শিক্ষক, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীদের সাথে অবজ্ঞা, প্রহার, কটুক্তি, যৌন সহিংসতা ও নির্যাতন করা ইত্যাদি;
(জ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন /প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ/শাখা প্রধান অথবা এদের অবর্তমানে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান/সংস্থার এ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির আইনসঙ্গত নির্দেশ অমান্য করা;
(ঝ) প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার সম্পত্তির (স্থাবর-অস্থাবর) অপব্যবহার ; এবং
(ঞ) এমন কোন কাজ করা যা প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্বার্থ হানিকর বলে বিবেচিত বা এমন অনাকাংখিত আচরণ।
(ট) সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষিকা, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হলে।

২৩. শাস্তি: কোন শিক্ষক, প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী যদি এ নীতিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করেন অথবা অদক্ষতা, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা এবং পেশাগত অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন অথবা বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্বার্থ হানিকর কোন কাজ করেন তবে নিম্নের যে কোন এক বা একাধিক শাস্তি আরোপ করা যেতে পারেঃ

(ক) তিরস্কার;
(খ) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বেতন ভাতা স্থগিত রাখা;
(গ) কর্তব্যে অবহেলাজনিত কারণে বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার কোন আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকলে, উক্ত ব্যক্তির বেতন থেকে তার সম্পূর্ণ বা কিয়দংশ আদায় করা;
(ঘ) নিম্ন ধাপে পদানবতি;
(ঙ) চাকরি হতে অপসারণ;
(চ) চাকরি হতে বরখাস্ত (ভবিষ্যতে সরকারি চাকরি বা সরকারি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাওয়ার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে)।

২৪. শাস্তি প্রয়োগের ক্ষমতা:

(ক) এই নীতিমালা অনুযায়ী, ১১তম গ্রেড এবং তদুর্ধ পর্যায়ের কর্মকর্তার শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর উপর ন্যস্ত থাকবে। ১১ তম গ্রেডের নিম্নতম গ্রেডের কর্মচারীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর সংশ্লিষ্ট পরিচালক এর ওপর ন্যস্ত থাকবে।

(খ) শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি কর্তৃক (সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান/সংস্থার) তদন্ত সাপেক্ষে শিক্ষক, প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যের সমর্থন ও এ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার অনুমোদন থাকতে হবে। তবে, কোন শিক্ষক, প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে লিখিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কোন শাস্তি আরোপ করা যাবে না।

উল্লেখ্য যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন/ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা বিষয়ে শতভাগ বেতন-ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

২৫. আপীল:

কোন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা বা শিক্ষক, প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতার সরকারি অংশ সাময়িকভাবে বন্ধ, আংশিক বা সম্পূর্ণ বাতিলের বিরুদ্ধে নিম্নোক্তভাবে সরকারের নিকট আপীল করা যাবে:

২৫.১. ২৪(ক) অনুচ্ছেদ এর আওতায় সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি শতভাগ বেতন ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপযুক্ত কারণ ও প্রমাণ সহকারে ০১ (এক) মাসের মধ্যে আপীল আবেদন করতে পারবে।

২৫.২. ২৪(খ) অনুচ্ছেদ এর আওতায় সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কারণ ও প্রমাণ সহকারে ০১ (এক) মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন/বরাবর আপীল আবেদন করতে পারবে।

২৬. নীতিমালার কার্যকারিতাঃ

২৬.১. এ নীতিমালা কার্যকর হবার পূর্বে বলবৎ বিধিবিধান, নীতিমালা অনুযায়ী বুদ্ধি/অটিজম/ডাউন সিনড্রোম/সেরিব্রাল পালসি অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সকল প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারী ও এনআইআইডি এর কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হলে এবং কর্মরত থাকলে ও বেতন ভাতাদির সরকারী অংশ প্রাপ্ত হলে, তাদের বেতনভাতাদির সরকারী অংশ (এনআইআইডি এর ক্ষেত্রে এমইসিএসএস গঠিত না হওয়া পর্যন্ত) প্রদান অব্যাহত থাকবে।

২৬.২. বেতন ভাতাদির সরকারী অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচী ইত্যাদি সম্পর্কিত কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত ব্যখ্যাই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

২৬.৩ এনডিডি ব্যতিত প্রতিবন্ধী শিশুর সমন্বিত/ বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৮ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২৭. পরিদর্শনঃ

(১) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি, এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের প্রতিনিধি, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি ও জেলা অথবা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং জেলা বা উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহ পরিদর্শন করতে পারবেন। এছাড়াও. সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন প্রতিনিধি উক্ত বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে, জেলা অথবা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা/প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা/ এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট এর প্রতিনিধি আবশ্যিকভাবে প্রতি তিন মাস অন্তর বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করবেন।

(২) পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন শেষে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর আওতায় স্বীকৃত বিদ্যালয়ের প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর নিকট পরিদর্শনের ১৫(পনের) দিনের মধ্যে (মতামত/প্রতিবেদন) প্রেরণ করবেন।

২৮. রহিতকরণঃ এ নীতিমালা কার্যকর হবার পূর্বে জারীকৃত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এতদসংক্রান্ত সকল আদেশ ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০০৯ এ বর্ণিত বেসরকারী যে কোন অটিজম/বুদ্ধি/সেরিব্রাল পালসি/ডাউন সিনড্রোম বিদ্যালয়ের সাথে বেতন ভাতাদির এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩০. এ নীতিমালার কোন বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে উক্ত বিষয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্তরুপে গণ্য হবে।

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

তফসিল-'ক'

অনুচ্ছেদ নং-৬ ও ১২ দ্রষ্টব্য

মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন সেল ফর স্পেশাল স্কুল (এমইসিএসএস)/ ন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট ফর দ্যা ইনটেলেকচুয়ালী ডিসএ্যাবল্ড এন্ড অটিস্টিক (এনআইআইডিএ) এর **কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন স্কেলঃ-**

ক্রঃ নং	পদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা	বেতন স্কেল (২০১৫ অনুযায়ী)	যৌক্তিকতা
১.	উপপরিচালক	স্নাতকোত্তর অথবা যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ বিএসএড/এমএসএড থাকতে হবে।	প্রশাসনিক কাজসহ প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে ন্যূনতম ১২(বার) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	৩৫,৫০০/- -৬৭,০১০/-(৬ষ্ঠ গ্রেড)	
২.	সিনিয়র সাইকোলজিস্ট/ সিনিয়র ফিজিও থেরাপিস্ট/সিনিয়র স্পীচ থেরাপিস্ট/সিনিয়র অকুপেশনাল থেরাপিস্ট।	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ বিএসএড/এমএসএড থাকতে হবে।	সাইকোলজিস্ট/ ফিজিওফেরাপিস্ট/ স্পীচ থেরাপিস্ট/ অকুপেশনাল থেরাপিস্ট কাজে ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	২৯,০০০/- -৬৩,৪১০/-(৭ম গ্রেড)	
৩.	সাইকোলজিস্ট/ফিজিওথেরাপিস্ট/স্পীচ থেরাপিস্ট/অকুপেশনাল থেরাপিস্ট।	যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ¯স্নাতক ডিগ্রীসহ বিএসএড থাকতে হবে।	সাইকোলজিস্ট/ফিজিও ফেরাপিস্ট/স্পীচ থেরাপিস্ট/ অকুপেশনাল থেরাপিস্ট কাজে ২ (দুই) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	২৩,০০০/- -৫৫,৪৭০/-(৮ম গ্রেড)	
৪.	সিনিয়র শিক্ষা কর্মকর্তা/ সিনিয়র ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা/ সিনিয়র তথ্য ও গবেষণা কর্মকর্তা।	যে কোন বিষয়ে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা স্নাতকসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।	প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ১০(দশ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবে।	২২,০০০/- -৫৩,০৬০/-(৯ম গ্রেড)	
৫.	শিক্ষা কর্মকর্তা/ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা/তথ্য ও গবেষণা কর্মকর্তা।	যে কোন বিষয়ে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা স্নাতকসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।	প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ০৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাব	১৬,০০০--৩৮,৬৪০/-(১০ম গ্রেড)	
৬.	অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী/ কম্পিউটার অপারেটর	বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রী পাস।	কম্পিউটার অপারেটিং-এ পারদর্শী হতে হবে	১০,২০০--২৪,৬৮০/- (১৪তম গ্রেড)	
৭.	অফিস সহায়ক	অষ্টম শ্রেণী	সংশ্লিষ্ট কাজে ১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।	৮,২৫০--২০,০১০/- (২০তম গ্রেড)	

তফসিল-'খ'

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন স্কেলঃ-

ক্রঃ নং	পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা	জাতীয় বেতন স্কেল (২০১৫ অনুসারে)	বয়স
১.	প্রধান শিক্ষক	স্নাতক/সমমানসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে (বুদ্ধি প্রতিবন্ধী/ অটিজম/সেরিব্রাল পালস/ডাউন সিনড্রোম) প্রশিক্ষণ ও ১০ (দশ) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে	২৩০০০-৫৫৪৭০ ৮ম গ্রেড	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বয়সসীমা প্রযোজ্য হবে।
২.	সিনিয়র সহকারী শিক্ষক	স্নাতক/সমমানসহ বিএসএড/এমএসএড এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে (বুদ্ধি প্রতিবন্ধী/ অটিজম/ সেরিব্রাল পালস/ডাউন সিনড্রোম) প্রশিক্ষণ ও ৭ (সাত) বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে	২২০০০-৫৩০৬০ ৯ম গ্রেড	পদোন্নতির মাধ্যমে
৩.	সহকারী শিক্ষক	স্নাতক/সমমানসহ বিএসএড এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে (বুদ্ধি প্রতিবন্ধী/ অটিজম/ সেরিব্রাল পালস/ডাউন সিনড্রোম) প্রশিক্ষণ থাকতে হবে এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	১৬০০০-৩৮৬৪০ ১০ম গ্রেড	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ঘোষিত বয়সসীমা প্রযোজ্য হবে।
৪.	জুনিয়র শিক্ষক/সঙ্গীত ও শরীরচর্চা শিক্ষক	স্নাতক/সমমানসহ বিএসএড এবং প্রযোজ্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে (বুদ্ধি প্রতিবন্ধী/ অটিজম/ সেরিব্রাল পালস/ডাউন সিনড্রোম) প্রশিক্ষণ থাকতে হবে এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে	১২৫০০-৩০২৩০ ১১তম গ্রেড	
৫.	থেরপী সহকারী	০৩ (তিন) বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল টেকনোলজি (ফিজিওথেরাপী/অকুপেশনাল থেরাপী) এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ০২ (দুই) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে	১২৫০০-৩০২৩০ ১১তম গ্রেড	
৬.	শিক্ষা সহকারী (আয়া)	অষ্টম শ্রেণী	৮২৫০-২০০১০ ২০তম গ্রেড	
৭.	ড্রাইভার/ভ্যান ড্রাইভার	অষ্টম শ্রেণী	৮২৫০-২০০১০ ২০তম গ্রেড	
৮.	নৈশ প্রহরী	অষ্টম শ্রেণী	৮২৫০-২০০১০ ২০তম গ্রেড	

- প্রধান শিক্ষক-০১ জন
- সিনিয়র সহকারী শিক্ষক-১ জন
- সহকারী শিক্ষক-৩ জন
- জুনিয়র শিক্ষক- ৫ জন
- শিক্ষা সহায়ক (প্রতি ০৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১ (এক) জন)
- ড্রাইভার/ভ্যান ড্রাইভার (প্রতি ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১(এক) জন গাড়ীর ক্ষেত্রে, প্রতি ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ১ (এক) জন ভ্যানের ক্ষেত্রে)
- নৈশ প্রহরী-১ জন

জ্যেষ্ঠতা নিরুপনঃ

এ নীতিমালায় বর্ণিত ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গঠিত নিয়োগ কমিটির দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্তির পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের তারিখ হতে শিক্ষক-কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হইবে। ইতোপূর্বে নিয়োগ প্রাপ্ত কোন শিক্ষক-কর্মচারীর ক্ষেত্রে এই নিয়োগ বিধি অনুসরণ করা হবে। এ ছাড়া শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি অনুসরণপূর্বক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোটা সংরক্ষণপূর্বক নিয়োগ প্রদান করতে হবে। প্রতিবন্ধী কোটায় কোন যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে উক্ত পদটি/পদসমূহ শূণ্য থাকবে তবে পরবর্তীতে উপর্যুক্ত প্রতিবন্ধী প্রার্থী দ্বারা পুরণ করতে হবে।

ফরম- ১

বেসরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের স্বীকৃতি ও শিক্ষক/কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরম

১.	প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	:		
২.	প্রস্তাবিত বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা (গ্রাম, উপজেলা/থানা, জেলা)	:		
৩.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার তারিখ	:		
৪.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন আছে কি না?	:	হ্যাঁ	না
৫.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনকৃত(নিবন্ধন থাকলে কপি সংযুক্ত করতে হবে)	:	হ্যাঁ	না
৬.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারি স্বীকৃতি আছে কি না? (স্বীকৃতি থাকলে কপি সংযুক্ত করতে হবে)	:	হ্যাঁ	না
৭.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে জমি বরাদ্দ আছে কি না?	:		
৮.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে জমি বরাদ্দ থাকলে তার পরিমাণ (এ ক্ষেত্রে জমির দলিলের কপি সংযুক্ত করতে হবে)	:		
৯.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সংখ্যা কত জন? (শিক্ষকদের জন্ম তারিখ, নিয়োগপত্র,যোগদানপত্রের কপি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র সংযুক্ত করতে হবে)।	:		
১০.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বি এস এড ডিগ্রী প্রাপ্ত কতজন শিক্ষক আছে?	:		
১১.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের সংখ্যা(শিক্ষক ব্যতিত)	:		
১২.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভ্যান চালকের সংখ্যা	:		
১৩.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভ্যানের সংখ্যা	:		
১৪.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা (প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নামের তালিকা, প্রতিবন্ধিতার ধরণ, শনাক্তকরণ জরিপ নম্বর পৃথকভাবে সংযুক্ত করতে হবে)	:		
১৫.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত কত?	:		
১৬.	অটিজম শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাক-শিক্ষার্থীদের অনুপাত কত?	:		
১৭.	বিগত ৬(ছয়) মাসে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে গড় উপস্থিতি কত শতাংশ?	:		
১৮.	শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদ এর মাধ্যমে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়েছিল কি না?	:	হ্যাঁ	না
১৯.	শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এনডিডি সম্পর্কিতসমনি¦ত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৭অনুসরণ করা হয়েছে কি না?	:		
২০.	শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিলো কি না? (পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকলে কপি সংযুক্ত করতে হবে)	:	হ্যাঁ	না
২১.	শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ কমিটির সুপারিশ/মতামত সম্বলিত কার্যবিবরণীর কপি এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।	:		
২২.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতির নাম ও পদবী।(পরিচালনা পরিষদ এর পুর্নাঙ্গ তালিকা সংযুক্ত করতে হবে)	:		
২৩.	বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাতা সদস্যদের দানের পরিমাণ।(দাতা সদস্যদের নাম, পরিচিতি, ঠিকানা এবং দানের পরিমাণ উল্লেখ করে সংযুক্ত করতে হবে) ।	:		
২৪.	প্রস্তাবিত বিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকটবর্তী কতদূরে অন্য প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় অবস্থিত	:		
২৫.	যে উপজেলা/থানায় প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে সে উপজেলা/থানার আর কয়টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় রয়েছে।	:		
২৬.	প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে এনডিডি সম্পর্কিত সমন্মিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী পাঠক্রম ও কারিকুলাম অনুসরণ করা হয় কি না?	:	হ্যাঁ	না
২৭.	প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে এনডিডি সম্পর্কিত সমন্মিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী দৈনন্দিন নিজ কাজ কর্ম (এডিএল) প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা রয়েছে কি না?	:	হ্যাঁ	না
২৮.	প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে এনডিডি সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী প্রয়োজনী ইকুইপমেন্ট/ যন্ত্রপাতি/বইপত্র/ খেলাধুলাসহ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি রয়েছে কি না?	:	হ্যাঁ	না

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত তথ্যসমূহ আমার/আমাদের জানামতে সত্য। তথ্যগত কোন ত্রুটির কারণে বেতন-ভাতা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বা অতিরিক্ত পরিমাণে মঞ্জুরীকৃত হলে বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কর্তৃপক্ষ তা ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে।

সভাপতি
ব্যবস্থাপনা কমিটি

সদস্য-সচিব
ব্যবস্থাপনা কমিটি

১। কনসালটেন্ট, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র এর সুপারিশ/মন্তব্যঃ

স্বাক্ষর ও সীল

২। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, ঢাকা এর সুপারিশ/মন্তব্যঃ

স্বাক্ষর ও সীল

সংযোজনীসমূহ (নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি সংযোজন করতে হবে):

(ক) নিবন্ধনের প্রমাণপত্র;
(খ) শিক্ষক, প্রফেশনাল, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাক্ষর সম্বলিত জীবন বৃত্তান্ত, ছবি ও সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত অনুলিপি;
(গ) ইতোপূর্বে অনুদান প্রাপ্তির স্বপক্ষে প্রমাণাদি;
(ঘ) বর্তমান ব্যাংক স্থিতির প্রমাণপত্র; এবং
(ঙ) অডিট রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র।

ফরম- ২

বেসরকারি বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার শিক্ষক, প্রফেশনাল, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম

১। আবেদনকারী বিশেষ শিক্ষা বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থারনাম ও ঠিকানা :

২। নিবন্ধন প্রাপ্তির বিবরণ :

(ক) কর্তৃপক্ষের নাম :

(খ) নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ :

(গ) মেয়াদ :

(ঘ) নিবন্ধন নবায়নের স্মারক, নম্বর ও তারিখ :
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৩। বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার শ্রেণী বা শাখাভিত্তিক প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাঃ

ক্রমিক নং	শ্রেণী	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	প্রতিবন্ধিতার ধরন	মন্তব্য

৪। শিক্ষক, প্রফেশনাল, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা	যোগাদানের তারিখ	বর্তমান মূল বেতন (স্কেল সহ)	মন্তব্য

৫। সরকারি বা তফসিলে উল্লেখিত নিয়োগ বিধি অনুযায়ী শিক্ষক, প্রফেশনাল, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে কিনা? :

৬। সরকার অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী শিক্ষক, প্রফেশনাল, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে কিনা? :

প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষ/নির্বাহী প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল

সার্টিফিকেট

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত তথ্যসমূহ আমার/আমাদের জানামতে সত্য। তথ্যগত কোন ত্রুটির কারণে বেতন-ভাতা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বা অতিরিক্ত পরিমাণে মঞ্জুরীকৃত হলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা ফেরত প্রদানে বাধ্য থাকবে।

সভাপতি
ব্যবস্থাপনা কমিটি

সদস্য-সচিব
ব্যবস্থাপনা কমিটি

০২। সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়/প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা এর সুপারিশ/মন্তব্যঃ

স্বাক্ষর ও সীল

০৩। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, ঢাকা এর সুপারিশ/মন্তব্যঃ

স্বাক্ষর ও সীল
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন
ফাউন্ডেশন, ঢাকা

সংযোজনীসমূহ (নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি সংযোজন করতে হবে):

(ক) রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণপত্র;
(খ) শিক্ষকদের স্বাক্ষর সম্বলিত জীবন বৃত্তান্ত, ছবি ও সার্টিফিকেট সত্যায়িত অনুলিপি;
(গ) ইতোপূর্বে অনুদান প্রাপ্তির স্বপক্ষে প্রমাণাদি;
(ঘ) বর্তমান ব্যাংক স্থিতির প্রমাণপত্র; এবং
(ঙ) অডিট রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র।